# ষষ্ঠ অধ্যায়

# উভয়াভিসারিকা

## ।। ষষ্ঠ অধ্যায় ।।

# উভয়াভিসারিকা

'উভয়াভিসারিকা' ভাণের রচয়িতা বররুচি। উভয়াভিসারিকার স্থান পাটলিপুত্র এবং বিটের নাম বৈশিকাচল। শ্রী, এম. রামকৃষ্ণ কবি এবং শ্রী এস. কে. রামনাথ শাস্ত্রীর মতে উভয়াভিসারিকার লেখক বররুচি পাণিনির সমকালীন। এঁদের মতে তিনি কণ্ঠাভরণ ও চারুমতী নামক গ্রন্থেরও লেখক। 'অবন্তিসুন্দরীকথাসার' অনুসারে তাঁর জন্মভূমি গোদাবরীর তীরে অবস্থিত ছিল। চতুর্ভাণীর উক্ত সম্পাদকদ্বয় উভয়াভিসারিকার লেখক বররুচির সময় খ্রীস্টপূর্বাব্দ বলে সিদ্ধান্ত করলেও সকলে সেই মত সমর্থন করেন নি। শ্রী এস. কে. দীক্ষিত তাঁর একটি রচনায়[১] মন্তব্য করেছেন যে লোকশ্রুতি বিশ্বাস করলে বররুচিকে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সমকালীন মনে করা উচিত। তাঁকে 'পত্রকৌমুদী' ও 'সংস্কৃতবিদ্যাসুন্দরের' তথাকথিত লেখক মনে করা হয়। পাদতাড়িতক থেকে জানা যায় যে, বররুচির কিছু খ্যাতি ছিল এবং গুপ্ত ও মহেশ্বরদত্ত নামক দুজন কবি তাঁর কাব্যের অনুসরণে কবিতা রচনা করতেন।[২]

সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের একথা সুবিদিত যে নাটকে সাধারণতঃ ঐতিহাসিক তথ্যের উল্লেখ কম পাওয়া যায়। চতুর্ভাণীর অন্তর্গত ভাণগুলি সম্পর্কেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু পদ্মপ্রাভৃতক ও উভয়াভিসারিকা — এই দুটি ভাণেই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে এগুলি কুমারগুপ্তের সময়ে রচিত। উভয়াভিসারিকায় প্রিয়ঙ্গুসেনা বিটকে বলে — ভগবতোহ প্রতিহতশাসনস্য কুসুমপুরপুরন্দরস্য ভবনে পুরন্দরবিজয়ং নাম সঙ্গীতকং যথারসাভিনয়ম-ভিনেতব্যমিতি দেবদত্তয়া সহ মে পাণিতঃ সংবৃত্তঃ।[৩] পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিতে শ্লেষাত্মক অর্থ নিহিত যে একটি অর্থ হল দেবরাজ ইন্দ্র এবং অপর অর্থ হল 'মহেন্দ্রাদিত্য কুমারগুপ্ত'। কুমারগুপ্তের অভিলেখ ও মুদ্রায় তাঁর নামের সঙ্গে অপ্রতিহতশাসনের কথা বলা না হলেও তাঁর একটি মুদ্রায় 'অপ্রতিঘ' বিরুদ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ অপ্রতিহত শাসনের কাছাকাছি।[৪] সুতরাং এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে বররুচি জীবিত ছিলেন এবং সেই সময়েই 'উভয়াভিসারিকা' রচিত হয়। বররুচি 'উভয়াভিসারিকা' রচনা করেছিলেন — এ বিষয়ে বিদ্বৎসমাজো কোন মতভেদ নেই। কিন্তু ব্যাকরণমহাভাষ্যে কাত্যায়নের নামান্তর প্রসঙ্গে 'বররুচি' নামটিও পাওয়া যায়। আলোচ্য ভাণের রচয়িতা বররুচি এবং বৈয়াকরণ

কাত্যায়ন/বররুচি একই ব্যক্তি কিনা সে বিষয়ে মতভেদ দেখা যায়।

**কাত্যায়ন :**

পাণিনীয় বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ে বার্তিককাররূপে কাত্যায়নের নাম সুপ্রসিদ্ধ। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে (৩/২/১১৮) পতঞ্জলি বার্তিককাররূপে কাত্যায়নের উল্লেখ করেছেন।

পুরুষোত্তম দেবের 'ত্রিকাণ্ডকোষ' অভিধানে কাত্যায়নের চারটি নামান্তর পাওয়া যায় — এগুলি হল ১) কাত্য, ২) কাত্যায়ন, ৩) পুনর্বসু, ৪) মেধাজিৎ এবং ৫) বররুচি।[৫]

**কাত্য :**

এটি গোত্রপ্রত্যয়ান্ত নাম, মহাভাষ্যে (৩/২/৩) বার্তিককারের এই নাম উল্লিখিত হয়েছে।

**কাত্যায়ন :**

এটি যুবপ্রত্যয়ান্ত নাম। পূজ্যব্যক্তির সম্মানের জন্য যুবপ্রত্যয়ান্ত নাম স্মরণ করা হয়। মহাভাষ্যে ৩/২/১১১-তে এই নামটি উল্লিখিত হয়েছে।

**পুনর্বসু :**

এটি নাক্ষত্র নাম। ভাষাবৃত্তি গ্রন্থে পুনর্বসু নামটি বররুচির পর্যায়বাচক শব্দরূপে উল্লিখিত হয়েছে। মহাভাষ্যে পুনর্বসু 'মানবক' নাম উপলব্ধ হলেও তার সঙ্গে কাত্যায়নের কোন সম্বন্ধ নেই।

**মেধাজিৎ :**

এই নামের প্রয়োগ অন্যত্র পাওয়া যায় নি।

**বররুচি :**

মহাভাষ্যে বররুচির শ্লোকের বর্ণনা আছে। (৪/৩/১০১)

কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন — বররুচি ও কাত্যায়ন অভিন্ন। স্কন্দপুরাণ অনুসারে কাত্যায়ন যাজ্ঞবল্ক্যের পুত্র।[৬] তাঁর পুত্রের নাম বররুচি। মহাভাষ্য অনুসারে কাত্যায়ন ছিলেন দাক্ষিণাত্য-নিবাসী। মহারাষ্ট্রে শতপথব্রাহ্মণের কাত্যায়ন শাখা প্রচলিত আছে। কাত্যায়ন ও বররুচি অভিন্ন অথবা কাত্যায়নের পুত্র বররুচি — এই তত্ত্ব যাঁরা সত্য বলে মনে করেন

তাঁরা সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যাকরণ ও অন্যান্য গ্রন্থে কাত্যায়ন সম্পর্কিত যে সমস্ত আলোচনা পাওয়া যায় সেই সবই বররুচির উপর আরোপ করার চেষ্টা করেছেন যদিও তা কতটা সমর্থনযোগ্য তা বলা যায় না।

**বররুচির কাল :**

'প্রাকৃত-প্রকাশ' নামক প্রাকৃতব্যাকরণগ্রন্থ রচয়িতা বররুচির কাল আনুমানিক খ্রীস্টিয় তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দী মনে করা হয়ে থাকে। হিউয়েন সাঙ বররুচির উল্লেখ করেছেন। পি.ডি.গুণ এবং কীথের মতে বররুচির সময় খ্রীস্টিয় তৃতীয় শতাব্দী।[৭] অন্যান্য কিছু গ্রন্থেও বররুচির উল্লেখ পাওয়া যায়। সেগুলি এবারে উল্লেখ করা হচ্ছে :

ভারতীয় জনশ্রুতি অনুসারে আচার্য বররুচি সংবৎ-প্রবর্তক বিক্রমাদিত্যের সমকালীন। তবে কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এই সম্বন্ধ কাল্পনিক। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে —

''খ্যাতো যা চ শ্রুতিধরতয়া বিক্রমাদিত্যগোষ্ঠী বিদ্যাভর্ত্তুঃ খলু বররুচেরততাদ প্রতিষ্ঠাম্।[৮]

৬৯৪ বিক্রমসংবৎ শতপথব্রাহ্মণের ভাষ্যের লেখক হরিস্বামীর গুরু স্কন্দস্বামী নিরুক্তটীকাতে বাররুচ-নিরুক্ত-সমুচ্চয় থেকে পর্যাপ্ত সহায়তা গ্রহণ করেছেন এবং বহু উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[৯]

স্কন্দ-মহেশ্বরের 'নিরুক্তটীকা (১০/১৬) তে ভামহের অলংকারগ্রন্থ থেকে ২/১৭ শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। ভামহ বররুচির 'প্রাকৃত-প্রকাশ' গ্রন্থের উপর 'প্রাকৃত-মনোরমা' নামক টীকা রচনা করেন। অতএব বররুচি নিশ্চয় খ্রীস্টিয় সপ্তম শতকের পূর্ববর্তী।

ভারতীয় ইতিহাসের প্রামাণিক বিদ্বান্ পণ্ডিত ভগবদ্দত্তজী তাঁর 'ভারতবর্ষকা ইতিহাস' নামক গ্রন্থে বররুচি এবং 'বিক্রমসাহসাংক'-এর সমকালিকতা বিষয়ে অনেক প্রমাণ দিয়েছেন; এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা হল —

বররুচি নিজের 'লিঙ্গানুশাসন' গ্রন্থের শেষে লিখেছেন :

ইতি শ্রীমদখিলবাগ্‌বিলাসমণ্ডিতসরস্বতীকণ্ঠাভরণানেকবিশরণ- শ্রীনরপতিবিক্রমাদিত্যকিরীটকোটিনিধৃষ্টচরণারবিন্দআচার্যবররুচিবিরচিতো লিঙ্গবিশোধবিধিঃ সমাপ্তঃ।[১০]

বররুচি নিজের 'পত্রকৌমুদী' গ্রন্থের আরম্ভে লিখেছেন —

বিক্রমাদিত্যনৃপস্য কীর্তিসিদ্ধের্নির্দেশতঃ।

শ্রীমান্ বররুচিধীমাংস্তনোতি পত্রকৌমুদীম্।।[১১]

বররুচি নিজের ''বিদ্যাসুন্দর'কাব্যের পুষ্পিকায় বলেছেন — ইতি সমস্তমহীমণ্ডলাধিপমহারাজবিক্রমাদিত্যনির্দেশলব্ধশ্রীমন্মহাপণ্ডিতবররুচিবিরচিতং বিদ্যাসুন্দরপ্রসঙ্গকাব্যং সমাপ্তম্।[১২]

১১৭৬ বিক্রমসংবতে লক্ষ্মণসেনের সভাপণ্ডিত ধোয়ীর একটি শ্লোক সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। শ্লোকটি হল —

দন্তিব্যূহং কনককলিতং চামরে হেমদণ্ডং
যো গৌড়েন্দ্রাদলভত কবিক্ষণাভৃতাং চক্রবর্তী।
খ্যাতো যশ্চ শ্রুতিধরতয়া বিক্রমাদিত্যগোষ্ঠী —
বিদ্যাভর্ত্তুঃ খলু বররুচেরাসসাদ প্রতিষ্ঠাম্।।[১৩]

কালিদাসের নামে প্রচলিত জ্যোতির্বিদামেরণ গ্রন্থে বলা হয়েছে —

ধন্বন্তরিক্ষণমরসংহশঙ্কুবেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ।
খ্যাতৌ বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়ং রত্নানিবৈ বররুর্চিনব বিক্রমস্য।।[১৪]

এইভাবে উক্ত শ্লোক থেকে প্রমাণিত হয় বররুচি ও বিক্রমাদিত্যের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। শ্লোকটিতে বরাহমিহিরেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় ৫৫০ শকের উল্লেখ আছে। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন এই শক শব্দ সংবসরের বাচক। বিক্রম সংবতের পূর্বে নন্দাব্দ, চন্দ্রগুপ্তাব্দ, শূদ্রকাব্দ, প্রভৃতি অনেক সালবাচক শব্দ প্রচলিত ছিল। উল্লিখিত শক্ শব্দে কোন শকের উল্লেখ করা হয়েছে তা বোঝা যায় না।

উভয়াভিসারিকা ভাণের সমাপ্তিতে লেখা হয়েছে — 'ইতি শ্রীমদ্বররুচিমুনিকৃতিরুভয়াভিসারিকা নাম ভাণঃ সমাপ্তঃ।[১৫]

এই বাক্যটিতে বররুচিকে মুনি রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং ইনি বার্তিককার বররুচি নাও হতে পারেন। মহাভাষ্যের পশ্পশাহ্নিকে তাঁকে তদ্ধিতপ্রিয় বলা হয়েছে। কিন্তু উভয়াভিসারিকাতে তদ্ধিতপ্রিয়তার কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না। এখানে তদ্ধিত প্রত্যয়ের তুলনায় কৃৎ প্রত্যয়ের বাহুল্য লক্ষিত হয়। ভাণের বক্তব্য থেকে মনে হয় এই ভাণটির কর্তা হল কোন উদীচ্য দেশীয় কবি। কেউ কেউ মনে করেন আলোচ্য ভাণটি বিক্রমের সমকালীন কবি বররুচির রচনা হতে পারে।

কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে উভয়াভিসারিকা ভাণের রচনাকাল খ্রীস্টিয় পঞ্চম শতাব্দী। তাঁকে পত্রকৌমুদী এবং সংস্কৃতবিদ্যাসুন্দর গ্রন্থের লেখক বলে কেউ কেউ মনে করেছেন। পাদতাড়িতক ভাণ থেকে জানা যায় গুপ্ত যুগে বররুচির যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। কারণ গুপ্ত এবং মহেশ্বর দত্ত নামে দুইজন কবি তাঁর কাব্যের অনুসরণে কবিতা রচনা করতেন। গুপ্তযুগে ললিতকলা ও আচার ব্যবহারের তুলনা চতুর্ভাণী এবং অন্যান্য ভাণে যেমন দেখা যায় এখানেও সেইরকম লক্ষিত হয়। উভয়াভিসারিকা ভাণে একস্থানে বলা হয়েছে — 'ভগবতোহপ্রতিহতশাসনস্য ভবনে পুরন্দরবিজয়ং নাম সঙ্গীতকং যথারসাভিনয়মভিনেতব্যমিতি।'[১৬] এই উল্লেখ থেকে প্রমাণিত হয় উভয়াভিসারিকা গুপ্ত যুগে রচিত হয়েছিল।

**ব্যক্তিত্ব :**

প্রাচীনকালে সংস্কৃত গ্রন্থকারদের মধ্যে অনেকেই নিজের পরিচয় গ্রন্থমধ্যে বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করতেন না। যার ফলে পরবর্তীকালে তাঁদের পরিচিতি এবং সময়কাল নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। চতুর্ভাণীর সম্পাদকদ্বয়ের মতে উভয়াভিসারিকার বররুচির সময়কাল পাণিনির সমকালীন এবং তিনি কণ্ঠাভরণ ও চারুমতী নামে দুটি গ্রন্থের লেখক।

বররুচি ছিলেন কাত্যায়নগোত্রীয়। 'সদুক্তিকর্ণামৃত' গ্রন্থে জানা যায় তাঁর অপর নাম ছিল শ্রুতিধর।[১৭] বররুচির 'নিরুক্তসমচ্চয়' গ্রন্থ থেকে জানা যায় তিনি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন তিনি বিক্রমাদিত্যের পুরোহিত ছিলেন। একটি মত অনুসারে বররুচি ছিলেন কাত্যায়নের পুত্র এবং যাজ্ঞবল্ক্যের পৌত্র। বেদের কাত্যায়ন শাখার প্রচলন ছিল মহারাষ্ট্রেই বেশী। স্কন্দপুরাণ অনুসারে গুজরাটে যাজ্ঞবল্ক্যের অবস্থান ছিল। একস্থানে বররুচির নাম যক্ষরূপে উল্লিখিত হয়েছে। যক্ষ অর্থে বটবাসী শব্দ প্রযুক্ত হয়।[১৮] বিন্ধ্যপর্বত অঞ্চলে জনশ্রুতি আছে যে বটবৃক্ষে যক্ষ বাস করে। মনে হয়, লোক প্রসিদ্ধি অনুসারে বররুচি ছিলেন অত্যন্ত ধূর্তপ্রকৃতির এবং সর্বত্রগামী। সেই কারণে তাঁর সম্পর্কে এই ধরণের জনশ্রুতির প্রচলন হয়েছিল—

দিবা নিরীক্ষ্য চ বক্তব্যং রাত্রৌ নৈব চ নৈব চ।
খলাঃ সর্বত্র তিষ্ঠন্তি বটে বররুচির্যথা।।

গ্রন্থকার বররুচির নামে প্রচলিত কতকগুলি গ্রন্থের উল্লেখ করা হচ্ছে—

যদি বররুচি এবং কাত্যায়ন নাম দুটি পর্যায়বাচী হয় তবে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি কাত্যায়ন বা বররুচির রচনা বলা যেতে পারে।

**১) স্বর্গারোহণ-কাব্য :**

মহাভাষ্যে (৪/৩/১০) বররুচির কাব্যের উল্লেখ আছে। কলহণের 'সূক্তিমুক্তাবলী'-তে একটি শ্লোক দেখা যায় —

যথার্থতা কথং নাম্নি মা ভূদ্ বররুচেরিহ।
ব্যধত্ত কণ্ঠাভরণং যঃ সদারোহণপ্রিয়ঃ।।
তথা মহাভাষ্যে বররুচং কাব্যমিতি চ পতঞ্জলের্নির্দেশঃ।

কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন আলোচ্য শ্লোকটির চতুর্থ পাদের পাঠে কিছু ভ্রান্তি আছে। 'সদারোহণ'এর পরিবর্তে 'স্বর্গারোহণ' হওয়া উচিত। শ্লোকটি 'শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি', 'সদুক্তিকর্ণামৃত', 'সুভাষিতমুক্তাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থেও উল্লিখিত হয়েছে।

**২) ভ্রাজ-সংজ্ঞক শ্লোক :**

মহাভাষ্যে — ভ্রাজ-সংজ্ঞক শ্লোকের উল্লেখ পাওয়া যায়। কৈয়ট, হরদত্ত, নাগেশভট্ট প্রমুখের মত হল ভ্রাজ সংজ্ঞক শ্লোক বার্ত্তিককার কাত্যায়নের রচনা। এই শ্লোকগুলি বর্তমানে পাওয়া যায় না। এই শ্লোকগুলির মধ্যে 'যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে বু লো বিশেষে' শ্লোকটি পতঞ্জলি মহাভাষ্যে উদ্ধৃত করেছেন।

**৩) স্মৃতি :**

ষড়্গুরু-শিষ্য কাত্যায়ন স্মৃতি এবং ভ্রাজসংজ্ঞক শ্লোকের রচয়িতারূপে বার্তিককারের উল্লেখ করেছেন। তিনি সম্ভবতঃ পরবর্তীকালের লেখক।

**৪) উভয়াভিসারিকা :**

পূর্বেই দেখানো হয়েছে যে কাত্যায়ন বররুচি 'উভয়াভিসারিকা' ভাণের লেখক নন যদিও কেউ কেউ তাঁকেই এই ভাণের লেখক মনে করেছেন।

বিট চরণদাসীর মা রামসেনার সম্মুখীন হয়। বয়স হলেও তার হাবভাব বিলাসলীলাই প্রকাশ পেয়েছে। এই গতযৌবনাকে বিট কামিজনের মৃত্যুর কারণ বলে উল্লেখ করেছে।[২২]

চরণদাসী আগের দিন এক ধনীর বাড়িতে যাওয়ায় তার মা সেখান থেকে তাকে গানের জলসার অজুহাতে ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছে। উক্ত ব্যক্তি এককালে ধনী হলেও তার আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। বিটকেও রামসেনা অনুরোধ করে তার কন্যাকে কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। এরপর সুকুমারিকা নামক বৃহন্নলার সঙ্গে বিটের সাক্ষাৎ হয়। বৃহন্নলা বা 'তৃতীয়া প্রকৃতির' দর্শন যেহেতু অমঙ্গলজনক সেই কারণে বিট তাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে কিন্তু সফল হয় না।[২৩] রাজশ্যালক রামসেনের ঘর তকে সে আসছে। রাজদরবারে বেশ্যার দাসী রতিলতিকা যাওয়ার সময় রতিলতিকা রামসেনের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে। রামসেনও তাকে স্বীকৃতি দেয়। এই ঘটনায় সুকুমারিকা ঈর্ষ্যান্বিত হয় এবং তাদের মধ্যে বিবাদ বাধে। তাদের পুনরায় মিলন ঘটানোর জন্য সে বিটকে অনুরোধ জানায়। বিট অতিকষ্টে হিজড়ের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে।

এরপর সার্থবাহ সার্থকের পুত্র ধনমিত্রের সঙ্গে বিটের সাক্ষাৎ হয়। ময়লায় তার শরীর কালো, চিন্তিত বিবর্ণ শুকনো মুখ তার। পুরনো মোটা নোংরা ছেঁড়া কাপড় পরে সে রয়েছে। তার এই দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে জানায় রামসেনার কন্যা রতিসেনার প্রতি আকর্ষণের কারণে সে তাকে যথাসর্বস্ব দান করেছে। কয়েকদিন পরে স্নানের অজুহাতে সে স্নানবস্ত্র পরিয়ে ধনমিত্রকে দীঘিতে এনে দরজা বন্ধ করে দেয়। রক্ষীরা প্রকৃত ব্যাপার জেনে তাকে খিড়কি দিয়ে বের করে দেয়। নগরে একদা মানসম্ভ্রম নিয়ে বাস করার পর দীর্ঘদিন কী করে সেখানে দারিদ্র সহ্য করে বাস করবে সেই চিন্তায় সে বনবাসে চলেছে।

পরবর্তীকালে প্রিয়ঙ্গুসেনার দর্শন লাভ করে ও তার সঙ্গে বাক্যালাপ করে বিট অগ্রসর হয়। এরপর নারায়ণদত্তার পরিচারিকা কনকলতার সঙ্গে বিটের দেখা হয়। বিটকে অভিবাদন করার পর বিট তাকে প্রশ্ন করে— 'চক্রবাকমিথুন পৃথক্ হল কেন?'

ঈর্ষ্যান্বিতা হয়ে স্নানভোজনাদি ত্যাগ করে একটি অশোকতরুর তলায় বসে নারায়ণদত্তা সন্তপ্ত হচ্ছিল। সখীরা যখন তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল তখন জনৈক ব্যক্তি বক্ত্রও অপরবক্ত্রছন্দে দুটি গান গাইতে গাইতে চলে গেল।[২৪] গান দুটির সারমর্ম হল বসন্তের রাত্রিতে অনুকূল পরিবেশে যে দয়িতের সঙ্গে মিলিত হয় না তার জীবন ব্যর্থ। এই গান শুনে মান দূর হলে

নারায়ণদত্তা দয়িতের গৃহের দিকে চলল। অনুরূপভাবে তার দয়িতও তার গৃহের দিকে আসতে থাকায় বীণাচার্য বিশ্বাবসুদত্তের গৃহদ্বারে দুজনের মিলন হল।

হঠাৎ বিশ্বাবসু তাদের ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঘরে ডেকে বসালেন। নারায়ণদত্তা তখন কনকলতাকে আদেশ দিল বৈশিকাচলকে ডেকে আনার জন্য। কনকলতাকে অনুকরণ করে বিট সেখানে গমন করে ও তাদের যুগলকে আশীর্বাদ করে।[২৫] তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দেশের রাজার প্রসন্নতা কামনা করে বিট গমন করে। এখানেই 'উভয়াভিসারিকা' ভাণের পরিসমাপ্তি।

## চরিত্রচিত্রণ :

### বিট বৈশিকাচল :

'উভয়াভিসারিকা' ভাণের নায়ক বিট বৈশিকাচল। বন্ধুর কাজে বিভ্রান্ত এই দীন বিটকে সূত্রধার বসন্তসমাগমে নিষ্প্রভ লোধ্রতরুর সঙ্গে তুলনা করেছে। কলহান্তরিতা নায়িকার সঙ্গে নায়কের মিলনসাধনে বিট দক্ষ। এই দক্ষতার জন্যই সাগরদত্ত শেঠের পুত্র কুবেরদত্ত নারায়ণদত্তার মান ভঞ্জন করিয়ে তার সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে দেওয়ার জন্য বিটকে অনুরোধ করে। বিট ভাণের প্রথম দিকেই তার যে মানভঞ্জনের প্রয়োজন নেই, প্রকৃতিই সে কার্য সাধন করবে—এ ব্যাপারে ইঙ্গিত দেয়—আমের মুকুলে উদ্বোধিত মধুর কুহুরবে বসন্ত নিজেই কলহকুপিত কামিনীদের মানভঞ্জন করবে।[২৬] কুসুমপুরের বর্ণনার মধ্যে বিটের রসিক স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন স্থান থেকে বেদপাঠ, সঙ্গীতচর্চা, জনগণের কথোপকথন প্রভৃতির মিশ্র শব্দে যে কোলাহল হচ্ছে বিট তাকে রাবণের মুখের আওয়াজের সঙ্গে তুলনা করেছে।[২৭] সমস্ত পাটলিপুত্র তার কথায় কৌতুক উপভোগ করে।

বিভিন্ন গণিকার দৈহিক বর্ণনা, তাদের রতিশ্রমের বর্ণনায় বিটের রতিশাস্ত্রে নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। আবার গণিকাকন্যা অনঙ্গদত্তা গণিকাপল্লীর নিয়ম অগ্রাহ্য করে, মায়ের শাসন উপেক্ষা করে নিজের পছন্দসই ব্যক্তিকে ভালোবাসায় বিট তার প্রশংসা করেছে। আবার মায়ের আদেশে ধনবান কুদর্শন ব্যক্তির সঙ্গে মিলনে বাধ্য হওয়া গণিকাকে সান্ত্বনা দিয়ে বিট বলে— কুৎসিত ধনীও গম্য।[২৮]

পরিব্রাজিকা সুরূপা বিলাসকৌণ্ডিনীর সঙ্গে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে বিটের রসিক চরিত্রের পাশাপাশি বৈশেষিকদর্শনে পাণ্ডিত্যও প্রকাশ পেয়েছে। দ্ব্যর্থক ভাষায় কথোপকথনে একপক্ষ্যে বৈশেষিক দর্শনের বক্তব্য অপরপক্ষে গণিকাপল্লীর প্রচলিত শব্দার্থ ও নারীর রূপবর্ণনা প্রকাশিত হয়েছে।

হিজড়া সুকুমারিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ এড়ানোর অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও বিট সফল হয় না। হিজড়া-দর্শন অমঙ্গলজনক এরূপ ধারণা বিটের আচরণে প্রকাশ পেয়েছে।[২৯] তার সঙ্গে একটু মিষ্টি কথা বলে পরিত্রাণ পাওয়াকে বিট নিজেকে বাঘের মুখ থেকে রক্ষা করার সঙ্গে তুলনা করেছে। সন্তান ধারণে অক্ষম হিজড়াকে বিট আশীর্বাদ করছে— 'অবিধবা ও বহুপুত্রবতী হও'।

সবসময় গণিকাপল্লীতে বিচরণের ফলে বিট গণিকাদের স্বভাব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। একই সঙ্গে রাজচরিত্র তথা দেশের রাজনীতি বিষয়েও সে খবর রাখে। তাই তার সুচিন্তিত মন্তব্য— কুটিলস্বভাব রাজারা যেমন নিজেদের কুকাজের দোষ মন্ত্রীদের উপর চাপায় তেমনি শঠ ও ধূর্ত বেশ্যারা নিজেদের কুকাজের দোষ মায়েদের ওপর চাপায়।[৩০] নৃত্যগীতাদির রস, তাল, লয়, অভিনয় ইত্যাদি বিষয়েও বিটের জ্ঞান প্রশ্নাতীত। পরিশেষে কুবেরদত্ত ও নারায়ণদত্তার মিলনের কারণ যে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ নয়, প্রকৃত কারণ পরস্পরের অকৃত্রিম গুণ জানার ফলে প্রেমের উদ্ভব— এই জ্ঞানোন্মেষও তার হয়।

বিট ব্যতীত এই ভাণে উল্লেখযোগ্য দুটি পুরুষ চরিত্র কুবেরদত্ত ও ধনমিত্র।

**কুবেরদত্ত :**

কুবেরদত্ত শেঠ সাগরদত্তের পুত্র। সে নারায়ণদত্তার প্রতি অনুরক্ত। কিন্তু কোন এক সঙ্গীতানুষ্ঠানে সে মদনসেনার প্রশংসা করায় নারায়ণদত্তা অভিমানে কুবেরদত্তের সমস্ত অনুনয় প্রত্যাখ্যান করে নিজ গৃহে চলে যায়। বিট বৈশিকাচলকে কুবেরদত্ত তাদের পুনর্মিলন সাধনের জন্য অনুরোধ জানায়।

বসন্তরজনীতে নারায়ণদত্তার মানভঞ্জনের জন্য কুবেরদত্ত নিজেই অগ্রসর হয় এবং মধ্যপথে বিশ্বাবসুদত্তের বাড়ীর সামনে উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। বিটের মতে বসন্তই যেন তাদের মিলিয়ে দিয়েছে।[৩১] কুবেরদত্তের আচরণে সে যে নারায়ণদত্তারই অনুরাগী তা প্রমাণিত হয়েছে।

**ধনমিত্র :**

ধনমিত্র সার্থবাহ সার্থকের পুত্র। ধনমিত্র ছিল অত্যন্ত রূপবান ও দানশীল। অত্যন্ত সচ্ছল হওয়ায় সে ভৃত্য, কুটুম্ব, বন্ধুজন ও যাচকদের দারিদ্র্য দূর করতে সাহায্য করত। যুবতীরাও তার প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হত। কিন্তু গণিকাসক্তি তার সমস্ত বিনষ্ট করেছে।

ধনমিত্রের মুখ শুকনো বিবর্ণ, ময়লায় শরীর কালো, যথাসময়ে না কাটায় নখ ও চুল অস্বাভাবিক বড়। পরিধেয় বস্ত্র মোটা, পুরনো, নোংরা, ছেঁড়া।[৩২] বিট তার এই দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করলে জানা যায় রামসেনার কন্যা রতিসেনার প্রতি তার আসক্তিই এই দুর্দশার কারণ। বন্ধুদের বারণ সত্ত্বেও সে রতিসেনাকে যথাসর্বস্ব দান করে। তারপর রতিসেনা স্নানের ছলে তাকে দীঘিতে এনে বাড়ির দরজা বন্ধ করে দেয়। পরে রক্ষীরা প্রকৃত ঘটনা জেনে তাকে বার করে দেয়। প্রাচুর্য্য থেকে দারিদ্র্যের সম্মুখীন হওয়ায় ধনমিত্র নগর ত্যাগ করে বনবাসে যাত্রার সময় বিটের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। এই সংক্ষিপ্ত বাক্যালাপে তার গণিকাসক্তি ও হঠকারী চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। এত দুর্দশা সত্ত্বেও সে মনে করে রতিসেনা তার প্রতি অনুরক্ত, তার মা রামসেনাই তার দুর্দশার প্রকৃত কারণ। এভাবে নিজের বিচারবুদ্ধিকেও সে বিসর্জন দিয়েছে।

**স্ত্রীচরিত্র :**

আলোচ্য ভাণে কয়েকটি গণিকা-চরিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।

**নারায়ণদত্তা :**

আলোচ্য ভাণের প্রধান স্ত্রীচরিত্র নারায়ণদত্তা। কুবেরদত্ত মদনসেনার প্রশংসা করায় সে ঈর্ষ্যান্বিত হয়ে পড়ে এবং অভিমানে দয়িতের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে। আপাতভাবে ক্রুদ্ধ হলেও মন থেকে সে কুবেরদত্তকে ভুলতে পারে না। তাই বসন্তরজনীতে সে উতলা হয়ে বসে থাকে। পথিপার্শ্বে বিরহিণী নায়িকাকে মান ত্যাগ করার কথা বলে গীত সঙ্গীত শ্রবণ করে সে দয়িতের গৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। মধ্যপথে কুবেরদত্তের তার সাক্ষাৎ হয় ও মিলন ঘটে। এখানে কুবেরদত্তের প্রতি নারায়ণসেনার অকৃত্রিম অনুরাগ প্রকাশিত হয়েছে।

**অনঙ্গদত্তা :**

অনঙ্গদত্তা মহামাত্রের পুত্র নাগদত্তের প্রণয়িনী। বিট তার যে বর্ণনা দেয় তা থেকে

বোঝা যায় সে দয়িতের সঙ্গে মিলিত হয়ে গৃহে ফিরছে। বিট তাকে তরুণ, স্বাধীন, দাতা, সুদর্শন, ধনী, ভদ্র, দক্ষ ও রতিপরায়ণ দয়িত লাভের আশীর্বাদ করে। নাগদত্ত একদা ধনী থাকলেও তার অবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনঙ্গদত্তা মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। বিটের কথায় লজ্জিত হলেও গণিকাদের স্বভাববিরুদ্ধ আচরণ করে সে যে মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে সেই কারণে বিট তার প্রশংসা করে।[৩৩]

**মাধবসেনা :**

মাধবসেনা বিষ্ণুদত্তের কন্যা। মাতার আদেশে তাকে অবাঞ্ছিত লোকের সংসর্গ করতে হয়েছে। আবার যাতে কোন অবাঞ্ছিত ব্যক্তির সংসর্গ করতে হয় সেই ভয়ে সে পালাচ্ছে। দ্রুতগতিতে তার পলায়নপরা রূপটি ফুটিয়ে তুলতে বাঘের তাড়া খেয়ে হরিণশিশুর পালানোর উপমা ব্যবহৃত হয়েছে।[৩৪] মায়ের লোভের শিকার হয়ে সে দুঃখিত ও বিভ্রান্ত। বিট তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে— প্রিয় হোক বা অপ্রিয় হোক উভয় ক্ষেত্রেই কামনা উসকে দিয়ে ধন লাভ করতে হবে এটাই গণিকাশাস্ত্রের নিয়ম।

**বিলাসকৌণ্ডিনী :**

বিলাসকৌণ্ডিনী অত্যন্ত রূপসী পরিব্রাজিকা। তার চলনভঙ্গীও অতীব সুন্দর। এর পট্টবস্ত্রের গন্ধে আকুল হয়ে ভ্রমরেরা আমের মুকুল ছেড়ে সেখানেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার ক্লান্ত মুখ সুরতোৎসবের পরিচায়ক। পরিব্রাজিকা বা সন্ন্যাসিনী হলেও সে অন্য ব্যক্তির সঙ্গে মিলিত হয়েছে। বৈশেষিকশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। বিট তার সঙ্গে বৈশেষিকদর্শন বিষয়ে আলোচনা করে। ষট্ পদার্থের সঙ্গে তুলনা করে তার দেহের রূপযৌবনের বর্ণনা বিট করেছে। বিটকে প্রত্যুত্তর দিতেও বিলাসকৌণ্ডিনী ছাড়ে না। সে বিটকে বলে— 'সাংখ্য আমাদের বলে যে পুরুষ অনাসক্ত, নির্গুণ ও ক্ষেত্রজ'।

**রতিসেনা :**

রামসেনার কন্যা রতিসেনা। সে বণিকপুত্র ধনমিত্রকে নিঃশেষে দোহন করে নিঃস্ব করে ছেড়ে দেয়। পরিশেষে দীঘিতে স্নানের অছিলায় স্নানবস্ত্রমাত্র পরিধান করিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। বেশ্যাদের স্বভাবগত কুটিলতা ও দুর্নিবার লোভ তার চরিত্রে পুরোমাত্রায় প্রকাশিত। এই প্রসঙ্গে বিট বেশ্যাদের বড়বানলের সঙ্গে তুলনা করেছে।

**প্রিয়ঙ্গুসেনা :**

প্রিয়ঙ্গুসেনার রতিক্লান্ত রূপ দর্শন করে বিট জানায় প্রসাধনহীনতাই তার দেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলেছে। তার সেই রূপলাবণ্যে কামদেবই আকৃষ্ট হবেন। মহেন্দ্রের ভবনে পুরন্দরবিজয় নামক সঙ্গীতকের রসানুগ অভিনয়ে দেবদত্তার সঙ্গে তাকেও অংশ নিতে বলা হয়েছে। এর ফলে রামসেনার সঙ্গে তার রেষারেষির দিকটিও ফুটে উঠেছে।

## রস ও ভাব :

'উভয়াভিসারিকা' ভাণে শৃঙ্গার, করুণ ইত্যাদি রসের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

**শৃঙ্গার রস :**

ভরতমুনি শৃঙ্গাররসের সম্পর্কে বলেছেন— 'রতি' নামক স্থায়ী ভাব থেকে শৃঙ্গাররসের উৎপত্তি। উভয়াভিসারিকাতে শৃঙ্গাররসের যে দুটি ভেদ- সম্ভোগশৃঙ্গার ও বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার দুটিরই পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, বিট অনঙ্গদত্তাকে দেখে বলে—

দশনপদচিহ্নিতোষ্ঠং নিদ্রালসলোচনং বদনম্।
জঘনং চ সুরতবিভ্রমবিলুলিতরশনাগুণপরীতম্।।[৩৫]

অনঙ্গদত্তার এই বর্ণনায় তার কামবিহ্বলা চেহারার পরিচয় পাওয়া যায়। রতিমিলনের ফলে তার ওষ্ঠ দন্তক্ষতে চিহ্নিত। নিদ্রালসা চঞ্চল আঁখি। রতিক্রীড়ার ফলে তার জঘনস্থলের মেখলা ছিন্নভিন্ন। রতিমিলিতা অনঙ্গদত্তার এই বর্ণনায় সম্ভোগশৃঙ্গার প্রকটিত হয়েছে।

অপর একটি ক্ষেত্রে বিট বিষ্ণুদত্তার কন্যা মাধবসেনাকে দেখে বলে—

ন গ্লানং বদতং ন কেশরচনা প্রভ্রষ্টপুষ্পদ্যুতিঃ
দন্তাক্রান্তনিপীতকোমলরুচির্নৈর্বাধরোষ্ঠঃ কৃতঃ।
গাঢ়ালিঙ্গনবর্জিতৌ স্তনতটাবক্লিষ্টচূর্ণশ্রিয়ৌ
শ্রোণয়া রাগরতিপ্রবন্ধশিথিলা ন ব্যাকুলা মেখলা।।[৩৬]

আলোচ্য শ্লোকে মাধবসেনার অসফলরতির বর্ণনা করা হয়েছে। মাধবসেনার কেশরচনায় পুষ্পসজ্জা অটুট, ওষ্ঠেও দন্তক্ষতের কোন চিহ্ন নেই। গাঢ় আলিঙ্গনের অভাবে

**করুণরস :**

আলোচ্য ভাণে করুণরসেরও বর্ণনা পাওয়া যায়। শোক নামক স্থায়ী ভাব থেকে করুণরসের উদ্ভব। বিট যখন সুকুমারিকা নামক নপুংসককে তার বিচ্ছেদের কারণ জিজ্ঞাসা করে সেই প্রসঙ্গে যে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে সেখানে করুণরস প্রকাশ পেয়েছে। রাজশ্যালক রামসেনার কাছে প্রত্যাখ্যাতা হওয়ায় বিটের বর্ণনায় করুণরস আভাসিত—স পুনর্মাং মদনাক্রান্তো রজন্যাং মদনবেশখেদসুপ্তাং পরিত্যজ্য তস্যা এব গৃহং গত্বাদ্য কতিপয়ান্যহানি নৈব গৃহমাগচ্ছতীতে পুনঃ সাহমনুনয়ং গৃহীত্বা পশ্চাত্তাপেণ দহ্যমানা ভাবসমীপমুপগতা যদৃচ্ছয়া ভাবং সমাসাদিতাস্মি তদ্ ভাবঃ প্রাণসমেন মে সন্ধানং কর্তুমর্হতি।[৩৯]

**ভয়ানক রস :**

আলোচ্য ভাণে একটি স্থানে ভয়ানক রসের পরিচয় পাওয়া যায়। এর স্থায়ী ভাব 'ভয়'। বিট সার্থবাহের পুত্র ধনমিত্রের দুর্দশা দেখে বলে—

শান্তিং যাতি শনৈর্মহৌষধিবলাদাশীবিষাণাং বিষং
শক্যো মোচয়িতুং মদোৎকটকটাদাত্মা গজেন্দ্রাদ্ বনে।
গ্রাহস্যাপি মুখান্মহার্ণবজলে মোক্ষঃ কদাচিদ্ ভবেৎ
বেশস্ত্রীবড়বামুখানলগতো নৈবোত্থিতো দৃশ্যতে।।[৪০]

গণিকার পাল্লায় পড়লে মানুষের কী ভয়ানক দুর্গশা হতে পারে সে প্রসঙ্গে বিট উক্ত মন্তব্য করেছে। মহৌষধির বলে সাপের বিষকেও ধীরে ধীরে প্রশমিত করা সম্ভব; জঙ্গলে মত্ত হাতীর হাত থেকেও পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে; সমুদ্রে জলজন্তুর গ্রাস থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় কিন্তু গণিকারূপী বড়বানলের গ্রাস থেকে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। এখানে সাপের বিষ, মত্ত হাতী, হিংস্র হাঙর, কুমীর ইত্যাদির থেকেও গণিকার স্বভাবের ভয়াবহতার উল্লেখ থাকায় ভয়ানক রস হয়েছে।

'উভয়াভিসারিকা' ভাণে একাধিক রস থাকলেও শৃঙ্গাররসই এখানে মুখ্য রসরূপে পরিগণিত হয়েছে।

**ভাব :**

রসের পাশাপাশি আলোচ্য ভাণে ভাবেরও প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। দেবতা, গুরু

প্রমুখের প্রতি অনুরাগকে ভাব বলা হয়। আলোচ্য ভাণে ভরতবাক্যে রাজার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকটিত হওয়ায় ভাবের উদাহরণরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে—

ব্যাকোচাম্ভোজকান্তং মদমৃদুকথিতং চারুবিস্তীর্ণশোভং
জাতস্ত্বং প্রীতিযুক্তঃ প্রিয়যুবতিমুখং বীক্ষমাণো যথাদ্য।
এবং সস্যর্ধিযুক্তাং জলনিধিরশনাং মেরুবিন্ধ্যস্তনাঢ্যাং
প্রীতি প্রাপ্নোতু সর্বাং ক্ষিতিমধিকগুণাং পালয়ন্নো নরেন্দ্রঃ।[৪১]

আলোচ্য শ্লোকে নায়ক নায়িকার প্রসন্নতার মতো দেশের রাজারও প্রসন্নতা কামনা করা হয়েছে। রাজভক্তি প্রকাশিত হওয়ায় এই শ্লোকে ভাব লক্ষিত হয়।

## উভয়াভিসারিকাতে ছন্দব্যবহার :

উভয়াভিসারিকা ভাণে যে সমস্ত ছন্দ বহুল ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলি হল— ভুজঙ্গ বিজৃম্ভিতম্, বিধ্বঙ্কমালা, শার্দূলবিক্রিড়তম্, স্রগ্ধরা, শালিনী, উপেন্দ্রবজ্রা ও ভদ্রিকা।

উভয়াভিসারিকা ভাণে প্রথম শ্লোকটিতেভুজঙ্গবিজৃম্ভিতম্ ছন্দের লক্ষণ দেখা যায়। এই ছন্দের লক্ষণ হল- 'বস্বীশাশ্বৈশ্ছেদোপেতং মমতননযুগরসলগৈর্ভুজঙ্গবিজৃম্ভিতম্'।

এই ছন্দে ম, ম, ত, ন, ন, ন, র, স, ল, গ গণগুলি থাকে।

ম ম ত ন ন ন র স ল গ

কোহসিত্ব/মেকাব্যহ/হংতেবি/সৃজশ/ঠমম/নিবেস/নংমুখং/কিমপে/ক্ষ/সে
ন ব্যগ্রাহং হী হী তব সুভগ দশনবসনং প্রিয়াদশনাঙ্কিতম্।
যা তে রুষ্টা সা তে নাহং ব্রজচপলহৃদয়নিলয়াং প্রসাদয় কামিনী—
মিত্যেবং বঃ কন্দর্পার্তাঃ প্রণয়কৃতকলহকুপিতা বদন্তু বরস্ত্রিয়ঃ।।[৪২]

উভয়াভিসারিকা ভাণে পঞ্চম শ্লোকটিতে বিধ্বঙ্কমালাছন্দের লক্ষণ দেখা যায়। এই ছন্দের লক্ষণ হল—

'বিধ্বঙ্কমালা ভবেত্তৌ তগৌ গঃ'।

অর্থাৎ যে ছন্দে প্রতিপাদ ত, ত, ত, গ, গ, গণগুলি থাকে তাকে বিধ্বঙ্কমালা ছন্দ বলে।

উভয়াভিসারিকা ভাণে ১৪, ২৮, ৩৫ সংখ্যক শ্লোকগুলিতে স্রগ্ধরা ছন্দের লক্ষণ দেখা যায়। এই স্রগ্ধরা ছন্দের লক্ষণ হল- 'স্রভ্নৈর্যানাং ত্রয়েণ ত্রিমুনিযতিযুতা স্রগ্ধরা কীর্ত্তিতেয়ম্'।

অর্থাৎ যে ছন্দের প্রতিপাদে ম, র, ভ, ন, য, য, য গণগুলি থাকে তাকে স্রগ্ধরা ছন্দ বলে।

শ্লোকগুলি হল যথাক্রমে —

ম র ভ ন য য য

কৃচ্ছ্রাদ্দ/ত্তোষ্ঠবি/স্বংবির/লমৃদু/কথংহা/সলীলা/বিযুক্তং
জৃম্ভোষ্ঠাশ্বাসমিশ্রং পরিশিথিলভুজালিঙ্গনং বীতরাগম্।
দুঃখাদ্যশ্রিত্য শয্যাং কৃতকরতিবিধৌ চেষ্টিতং ভাবহীনং
ব্যক্তং বালোহকৃথাস্ত্বং নিশি দিবসকরস্যোদয়ং চিন্তয়ন্তী।।[৪৭]

দ্বিতীয়তঃ —

মুক্তালংকারশোভাং নখরপদচিতাং গন্ধতৈলাঙ্গরাগা-
মীষত্তাম্রান্তনেত্রাং প্রহসিতবদনাং যৌবনোচ্ছস্তনাঢ্যাম্
সূশ্লক্ষ্নাদ্ধৌরূবস্ত্রাং ব্যপগতরশনাং ব্যায়তশ্রোণিবিম্বাং
দৃষ্ট্বা ত্বাং চারুরূপাং প্রবিচলিতধৃতির্মন্মথোহপ্যাতুরঃ স্যাৎ।।[৪৮]

অপর আর একটি উদাহরণ হল —

ব্যাকোচাম্ভোজকান্তমদমৃদুকথিতং চারুবিস্তীর্ণশোভং
জাতস্ত্বং প্রীতিযুক্তঃ প্রিয়যুবতিমুখং বীক্ষমাণো যথাদ্য।
এবং সস্যধযুক্তাং জলনিধিরশনাং মেরুবিন্ধ্যনাঢ্যাং
প্রীতিং প্রাপ্নোতু সর্বাং ক্ষিতিমধিকগুণাং পালয়ন্নো নরেন্দ্রঃ।।[৪৯]

উভয়াভিসারিকা ভাণে ১৯ সংখ্যক ও ২০ সংখ্যক শ্লোকদুটিতে শালিনী ছন্দের লক্ষণ দেখা যায়। এই শালিনী ছন্দের লক্ষণ হল- 'মাত্তৌ গৌ চেচ্ছালিনী বেদলোকৈঃ'।

অর্থাৎ যে ছন্দে প্রতিপাদে যথাক্রমে ম, ত, ত, গ, গ, এই গণগুলি থাকে তাকে শালিনী ছন্দ বলে।

ম ত ত গ গ

ভুক্ত্বাভো/গানীপ্সি/তান্কাম/দ/ত্তান্
কৃত্বা সক্তাম্ স্বৈগুঁণৈঃ পীতসারান্।

ভুক্ত্বা যূনাং বৈরসংঘর্ষযোনি-

র্নূনং দোগ্ধুং যাতি কান্তং সুতায়াঃ।।[৫০]

অপর একটি উদাহরণ হল—

ম ত ত গ গ

লব্ধ্বা গ/ম্যং প্রাপ্য/চার্থং য/ থা/বৎ

জ্ঞাত্বা সম্যঙ্‌নির্ধনত্বং চ তস্য।

রাগাৎ সক্তং বিপ্রমোক্তুং ন বেত্তি

মিথ্যা তস্যাঃ শাস্ত্রতত্ত্বোপদেশঃ।।[৫১]

উভয়াভিসারিকা ভাণে ২৬নং শ্লোকটিতে উপেন্দ্রবজ্রাছন্দের লক্ষণ দেখা যায়। এই উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দের লক্ষণ হল — 'উপেন্দ্রবজ্রা প্রথমে লঘৌ সা', অর্থাৎ যে ছন্দের প্রতিপদে যথাক্রমে জ, ত, জ, গ, গ গণগুলি থাকে তাকে উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দ বলে। আলোচ্য শ্লোক হল —

জ ত জ গ গ

যথন/রেন্দ্রাঃ কু/টিলস্ব/ভা/বাঃ

স্বং দুষ্কৃ/তং মন্ত্রি/ষু পাত/য়ন্তি।

তথৈব/বেশ্যাঃ শ/ঠধূর্ত/ভাবাঃ

স্বং দুষ্কৃ/তং মাতৃ/ষু পাত/য়ন্তি।।[৫২]

আলোচ্য শ্লোকটি প্রথম ও তৃতীয়পাদে উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দের লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

উভয়াভিসারিকা ভাণে ৩১ সংখ্যক শ্লোকটিতে ভদ্রিকা নামক ছন্দের লক্ষণ দেখা যায়। এই ছন্দের লক্ষণ হল — 'ননরলগুরুভিশ্চ ভদ্রিকা'। অর্থাৎ যে ছন্দে প্রতিপাদে ন, ন, র, ল, গ, গণগুলি থাকে তাকে ভদ্রিকা ছন্দ বলে।

ন ন র ল গ

শশিন/মভিস/মীক্ষ্যে নি/র্ম/লং

পরভৃতরম্যরবং নিশম্য বা।

অনুনয়তি ন যঃ প্রিয়ং জনং

বিফলতরং ভুবি তস্য জীবিতম্।।[৫৩]

'উভয়াভিসারিকা' ভাণে ছন্দ-ব্যবহার বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

**অলংকার প্রয়োগ :**

**উপমা :**

'উভয়াভিসারিকা' ভাণে যে সমস্ত অলংকার প্রযুক্ত হয়েছে তার মধ্যে উপমা অলংকারই প্রধান। উপমালংকারের প্রয়োগ হয়েছে এমন কতকগুলি শ্লোক আলোচিত হচ্ছে।

উপমালংকার প্রযুক্ত হয়েছে নিম্নলিখিত শ্লোকে—

বসন্তপ্রমুখে কালে লোধ্রবৃক্ষো গতপ্রভঃ।
মিত্রকার্যেণ সম্ভ্রান্তো দীনো বিট ইব স্থিতঃ।।[৫৪]

আলোচ্য শ্লোকে সূত্রধার বসন্তবর্ণনা প্রসঙ্গে শ্লোকটি বলছে। বসন্তকালে হতশ্রী লোধ্রবৃক্ষের বর্ণনা করতে গিয়ে সূত্রধার বলছে গাছটিকে দেখে যেন সম্ভ্রান্তবংশীয় অথচ দরিদ্র বিটের কথা মনে হচ্ছে। লোধ্রবৃক্ষ উপমেয়, বিট উপমান 'গতপ্রভ' সাধারণ ধর্ম এবং 'ইব' ঔপম্যবাচক শব্দ হওয়ায় উপমা অলংকার হয়েছে।

রতিসেনা কর্তৃক বিতাড়িত ধনমিত্রের বর্ণনাতেও উপমা অলংকারের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়—

সংরূঢ়দীর্ঘনখলোভমলার্চিতাঙ্গো ধ্যানাভিভূতপরিপাণ্ডুবশুষ্কবক্ত্রঃ
অশ্লক্ষ্নজীর্ণমলকীর্ণবিশীর্ণবস্ত্রী নাভাসি দিব্যমুনিশাপহতো যথৈব।।[৫৫]

ধনমিত্রের নখ ও চুল খুব বড়ো হয়েছে। ময়লায় শরীর কালো হয়ে গেছে। চিন্তাভিভূত, বিবর্ণ, শুকনো তার মুখ। সে মোটা, ছেঁড়া কাপড় পড়ে আছে। তাকে দেখে কোন দিব্যমুনির শাপে দুর্দশাগ্রস্ত লোক বলে মনে হচ্ছে। এখানে ধনমিত্রকে শাপগ্রস্ত ব্যক্তির সঙ্গে তুলনা করায় উপমা অলংকার হয়েছে।

বিট কুসুমপুরের রাজপথের বর্ণনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করছে —

ক্বচিদুদ্‌ঘাটিতগবাক্ষেষু প্রাসাদমেঘেষু রথ্যাবলোকনকুতূহলাঃ শোভন্তে
প্রমদাবিদ্যুতঃ কৈলাসপর্বতান্তর্গতা ইবাপ্সরসঃ।[৫৬]

এখানে রাজপথের শোভা দর্শনে আগ্রহী প্রমদাকুলকে অপ্সরাদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এবং যাদের বাতায়ন থেকে নারীরা রাজপথ দেখছিল সেই সুউচ্চ প্রাসাদগুলিকে কৈলাস পর্বতের সঙ্গে তুলনা করায় উপমা অলংকার হয়েছে।

**রূপক :**

'উভয়াভিসারিকা' ভাণে রূপক অলংকারেরও প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—

সর্বৈর্বীতভয়ৈঃ প্রহৃষ্টবদনৈর্নিত্যোৎসবব্যাপৃতৈঃ
শ্রীমদ্‌রত্নবিভূষণাঙ্গরচনৈঃ স্রগ্‌গন্ধবস্ত্রোজ্জ্বলৈঃ।
ক্রীড়াসৌখ্যপরায়ণৈর্বিরচিতপ্রখ্যাতনানাগুণৈ-
র্ভূমি পাটলিপুত্রচারুতিলকা স্বর্গায়তে সাম্প্রতম্।।[৫৭]

নির্ভীক, প্রসন্নমুখ, উৎসবে মগ্ন, নানা রম্যরত্নভূষণে শোভিত, বস্ত্রমাল্যগন্ধাদিতে শোভিত, বহুগুণান্বিত নাগরিকদের জন্য পৃথিবীর চারুতিলক স্বরূপ পাটলিপুত্র স্বর্গ হয়ে উঠেছে। এখানে পাটলিপুত্রের উপর চারুতিলকত্ব এবং পৃথিবীর উপর ভূমির ধর্ম আরোপিত হওয়ায় রূপক অলংকার হয়েছে।

রূপক অলংকারের আরেকটি উদাহরণ যথা—

শান্তিং যাতি শনৈর্মহৌষধিবলাদাশীবিষাণাং বিষং
শক্যো মোচয়িতুং মদোৎকটকটাদাত্মা গজেন্দ্রাদ্ বনে।
গ্রাহস্যাপি মুখান্মহার্ণবজলে মোক্ষঃ কদাচিদ্ ভবেৎ
বেশস্ত্রীবড়বামুখানলগতো নৈবোত্থিতো দৃশ্যতে।।[৫৮]

আলোচ্য শ্লোকে বেশস্ত্রী বা বেশ্যার উপর বড়বানলের অভেদারোপ হওয়ায় রূপক অলংকার হয়েছে। বেশ্যার চরিত্রের ভয়ানকতা ও বড়বানলের ভয়ঙ্কর রূপের সাদৃশ্যবশতঃ দুই ভিন্ন বস্তুর মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হয়েছে।

**উৎপ্রেক্ষা :**

আলোচ্য ভাণটিতে উৎপ্রেক্ষা অলংকারও প্রযুক্ত হয়েছে। যথা—

সর্বজননয়নভ্রমরৈরাপীয়মানমুখকমলশোভা রথ্যানুগ্রহার্থমিব পাদপ্রচার-
লীলামনুভবন্তি গণিকাদারিকাঃ।[৫৯]

গণিকাকন্যাগণ যেন পথকে অনুগৃহীত করে পদচারণা করছে। পথ অচেতন পদার্থ হওয়ায় তার পক্ষে অনুগৃহীত হওয়া সম্ভব নয় যা কেবল চেতনের পক্ষেই সম্ভব। এখানে লেখক বলছেন পথ যেন অনুগৃহীত হচ্ছে; সেই কারণে এখানে উৎপ্রেক্ষা অলংকার হয়েছে। 'ইব' শব্দের প্রয়োগ থাকায় বাচ্যোৎপ্রেক্ষা হয়েছে। আবার 'নয়নভ্রমর' ও 'মুখকমল' এই অংশে

নয়নের উপর ভ্রমরত্ব ও মুখের উপর কমলত্ব আরোপিত হওয়ায় রূপক অলংকার হয়েছে। একটি আরোপ আর একটি আরোপের কারণ হওয়ায় পরম্পরিতরূপক অলংকার হয়েছে।

**শ্লেষ :**

'উভয়াভিসারিকা' ভাণে কোথাও কোথাও শ্লেষ অলংকার লক্ষ্য করা যায়। যথা—

দ্রব্যং তে তনুরায়তাক্ষি দয়িতা রূপাদয়স্তে গুণাঃ
সামান্যং তব যৌবনং যুবজনঃ সংস্তৌতি কর্মাণি তে।
ত্বয্যার্যে সমবায়মিচ্ছতি জনো যস্মাদ্ বিশেষোহস্তি তে
যোগস্তে তরুণৈর্মনোহভিলষিতৈর্মোক্ষোঽপ্যনিষ্টাজ্জনাৎ।।[৬০]

আলোচ্য শ্লোকে বিলাসকৌণ্ডিনী নামক পরিব্রাজিকার সঙ্গে বিটের কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে। বিলাসকৌণ্ডিনী দর্শনশাস্ত্রে নিষ্ণাতা। বিট তাকে দর্শনশাস্ত্রের প্রযুক্ত শব্দাবলী অন্য অর্থে প্রয়োগ করে দ্ব্যর্থক ভাষায় বাক্যালাপ করছে। শ্লোকটির অর্থ হল —

হে আনন্দময়ি! তোমার শরীর হল 'দ্রব্য'। তোমার 'রাগাদি' হল 'গুণ'। তোমার যৌবন হল 'সামান্য' (অর্থাৎ সকলের জন্য)। তোমার 'কর্ম' যুবজনকীর্তিত, কারণ লোকে নিত্যই তোমার 'সমবায়' (সঙ্গ) চায়। কারণ অন্যের তুলনায় তুমি 'বিশেষ'। বাঞ্ছিত তরুণের সঙ্গেই তোমার 'যোগ' আর তোমার 'মোক্ষ' সাধনা (ছাড়া পাবার চেষ্টা) হল অবাঞ্ছিত জনের সঙ্গে। দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং যোগ বা সংযোগ সপ্ত পদার্থ রূপে দর্শনশাস্ত্রে স্বীকৃত। এখানে বিট সেগুলিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করছে। 'মোক্ষ' শব্দটি ভববন্ধন থেকে মুক্তি অর্থে দর্শনশাস্ত্রে প্রযুক্ত হয়। এখানে অবাঞ্ছিত কামুকের হাত থেকে মুক্তিলাভ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

শ্লেষ অলংকারের প্রয়োগের অপর একটি নিদর্শন উল্লিখিত হচ্ছে—

বিলাসকৌণ্ডিনীর সঙ্গে বাক্যালাপ প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে— 'অলেপকো নির্গুণঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ পুরুষঃ' ইতি। বিলাসকৌণ্ডিনী বিটকে বলে— সাংখ্যদর্শন অনুসারে পুরুষ অনাসক্ত, নির্গুণ ও ক্ষেত্রজ। 'অলেপক'- যে ব্যক্তি বীর্যাধান করে পৃথক্ হয়ে যায়। নির্গুণ ত্রিগুণের মধ্যে রজোগুণ অন্যতম। স্ত্রী রজস্বলা হয় এবং পুরুষ নির্গুণ থাকে। ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্রের জ্ঞাতা। ক্ষেত্র শব্দের অর্থ এখানে স্ত্রী বা পত্নীর দেহ। নারীদেহ — উপভোগকারী ব্যক্তিকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়েছে। এইভাবে পরিব্রাজিকা মূল অর্থের পরিবর্তন করে অন্য অর্থে শব্দগুলিকে ব্যবহার করে বিটের সঙ্গে রসিকতা করেছে।

## ।। তথ্যসূত্র ।।


১। এস. কে. দীক্ষিত, ইণ্ডিয়ান কালচার, ১৯৩৯, পৃঃ ৩৩৯

২। গুপ্তমহেশ্বরদত্তৌ সুহৃদাবেকাসনস্থিতাবেতৌ।

উপগত্যকাব্যপ্রতিভৌ বররুচিকাব্যানুসারেণ।।

শ্যামিলক, পাদতাড়িতক, প্রাগুক্ত, শ্লোক ১৪২।

৩। বররুচি, উভয়াভিসারিকা, রত্না বসু কর্তৃক সম্পাদিত, সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার, খণ্ড ১৬, পৃঃ ৩৮১।

৪। জার্নাল অফ্ ইণ্ডিয়ান নিউনিসমেটিক সোসাইটি, অংশ ১০-১২, (ডিসেম্বর, ১৯৪৮), পৃঃ ১১৫।

৫। মেধাজিৎ কাত্য: কাত্যায়নঃ পুনর্বসুঃ বররুচি ইতি পঞ্চকাত্যায়নস্য। পুরুষোত্তমদেব, ত্রিকাণ্ডশেষ, (খেতবাড়ী, ১৮৩৭ শকাব্দ), পৃঃ ৬০

৬। স্কন্দপুরাণ, অধ্যায় ১৩১, শ্লোক ৪৮, ৪৯।

৭। বররুচি, প্রাকৃতপ্রকাশ, সত্যরঞ্জন ব্যানার্জী সম্পাদিত, (কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৭৫) ভূমিকা, পৃঃ ৫।

৮। হিস্ট্রী অফ্ স্যানসকৃট লিটারেচার, পৃঃ ২৯৭।

৯। নিরুক্তসমুচ্চয়, যুধিষ্ঠির মীমাংসক সম্পাদিত, ভূমিকা, পৃঃ ১।

১০। যুধিষ্ঠির মীমাংসক, সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্রের ইতিহাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৩৪১।

১১। বররুচি, পত্রকৌমুদী, প্রথম শ্লোক।

১২। বররুচি, বিদ্যাসুন্দরকাব্য, পুষ্পিকা।

১৩। শ্রীধরদাস, সদুক্তিকর্ণামৃত, সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জী সম্পাদিত, (কলকাতা, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৬৫), প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ৫৮২।

১৪। জ্যোতির্বিদাভরণ, ২২/১০

১৫। বররুচি, উভয়াভিসারিকা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮২।

১৬। তদেব, পৃঃ ৩৮১।

১৭। শ্রীধরদাস, সদুক্তিকর্ণামৃত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৮২।

১৮। ভি. এস. আপ্তে, সংস্কৃত হিন্দী শব্দকোষ, পৃঃ ৮৯।

১৯। জল্‌হণ, সূক্তিমুক্তাবলী, কৃষ্ণনাচার্য্য সম্পাদিত, (বরোদা, ওরিয়েন্টাল ইন্‌স্‌টিটিউট, ১৯৩৮), পৃঃ ৫৭।

২০। বররুচি, উভয়াভিসারিকা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭৫।

২১। মদনসেনয়া নারাধনে সঙ্গীতকে যথারসমভিনীয়মানে ততো মামতীত্য যা ত্বয়া প্রশস্তেতি তৎসংক্রান্তমদনানুরাগশঙ্কয়া পরিকুপিতা নারায়ণদত্তা চরণপতনম-প্যনবেক্ষ্য স্বভবনমেব গতা, তদেব, পৃঃ ৩৭৫।

২২। কামিজনমৃত্যুভূতায়া অস্যা আদেহপাতলীলামনুভবামস্তাবৎ। তদেব, পৃঃ ৩৭৮।

২৩। অহো অমঙ্গলদর্শনেষা। ভবতু। অনভিভাষ্যৈনাং বস্ত্রমন্তরীকৃত্যাতিক্রমিষ্যামস্তাবৎ। তদেব, ৩৭৮।

২৪। কোহপি খলু পুরুষঃ সন্দিষ্ট ইব মদনোব্যক্তকাকলীং রচনামূর্ছনাং বীণাং কৃত্বা ইমে বক্ত্রাপরবক্ত্রেগায়ন্নতিক্রান্তঃ। তদেব, পৃঃ ৩৮১।

২৫। তব ভবতু যৌবনশ্রীঃ প্রিয়স্য সততং ভব প্রিয়তমা ত্বম্।
অনবরতমুচিতমভিমতমুপভোগসুখং চ তে ভবতু।।

তদেব, শ্লোক ৩২, পৃঃ ৩৮২।

২৬। মধুরৈঃ কোকিলালাপৈশ্চূতাঙ্কুরনিবোধতেঃ।
বসন্তঃ কলহাবস্থাং কামিনীমনুনেষ্যতি।।

তদেব, শ্লোক ৪, পৃঃ ৩৭৪।

২৭। ব্রহ্মোদাহরণসঙ্গীতধনুর্জ্যাঘোষৈরন্যোন্যমভিব্যাহরন্তীব দশমুখবদনানীব প্রাসাদ-পঙ্‌ক্তয়ঃ। তদেব, পৃঃ ৩৭৬।

২৮। রূপাবরোহপি ধনবান্ গম্যেষ্বভিহিত এব। তদেব, পৃঃ ৩৭৭।

২৯। তদেব, পৃঃ ৩৭৮।

৩০। যথা নরেন্দ্রাঃ কুটিলস্বভাবাঃ স্বং দুষ্কৃতং মন্ত্রিষু পাতয়ন্তি।
তথৈব বেশ্যাঃ শঠধূর্তস্বভাবাঃ স্বং দুষ্কৃতং মাতৃষু পাতয়ন্তি।।

তদেব, শ্লোক ২৬, পৃঃ ৩৮০।

৩১। আত্মগুণেন বসন্তো যথাদ্য যুবয়োঃ সমাগমমকার্ষীৎ।
ঋতবস্তথৈব সর্বে কুর্বন্তু সমাগমং কলহে।।

তদেব, শ্লোক ৩৩, পৃঃ ৩৮২।

৩২। অশ্লক্ষণজীর্ণমলকীর্ণবিশীর্ণবস্ত্রী ...

তদেব, শ্লোক ২৪, পৃঃ ৩৭৯।

৩৩। মাতুর্লোভমপাস্য যদ্‌রতিসুখেষ্বাসক্তচিত্তা সতী
ত্যক্ত্বা বৈশিকশাসনং বহুফলং বেশ্যাঙ্গনাদুস্ত্যজম্।
গত্বা কান্তনিবেশনং বহুরসং প্রাপ্তাহসি কামোৎসবং
তেনায়ং গণিকাজনস্তব গুণৈর্নিক্ষিপ্তপাদঃ কৃতঃ।।

তদেব, শ্লোক ১০, পৃঃ ৩৭৬।

৩৪। এষা খলু বিষ্ণুদত্তায়া দুহিতা মাধবসেনা নাম অনপেক্ষিতপরিজনানুসরণা ব্যাঘ্রানুসারবিত্র-স্তমৃগপোতিকেব ত্বরিততরপদবিন্যাসা ইত এবাভিবর্ততে। তদেব, পৃঃ ৩৭৭।

৩৫। তদেব, শ্লোক ৭, পৃঃ ৩৭৬।

৩৬। তদেব, শ্লোক ১২, পৃঃ ৩৭৭।

৩৭। তদেব, শ্লোক ১৬, পৃঃ ৩৭৭।

৩৮। তদেব, পৃঃ ৩৭৮।

৩৯। তদেব, পৃঃ ৩৭৯।

৪০। তদেব, শ্লোক ২৫, পৃঃ ৩৮০।

৪১। তদেব, শ্লোক ৩৫, পৃঃ ৩৮২।

৪২। তদেব, শ্লোক ১, পৃঃ ৩৭৫।

৪৩। তদেব, শ্লোক ৫, পৃঃ ৩৭৫।

৪৪। তদেব, শ্লোক ৬, পৃঃ ৩৭৬।

৪৫। তদেব, শ্লোক ১৬, পৃঃ ৩৭৭।

৪৬। তদেব, শ্লোক ৩৪, পৃঃ ৩৮২।

৪৭। তদেব, শ্লোক ১৪, পৃঃ ৩৭৭।

৪৮। তদেব, শ্লোক ২৮, পৃঃ ৩৮০।

৪৯। তদেব, শ্লোক ৩৫, পৃঃ ৩৮২।

৫০। তদেব, শ্লোক ১৯, পৃঃ ৩৭৮।

৫১। তদেব, শ্লোক ২০, পৃঃ ৩৭৮।

৫২। তদেব, শ্লোক ২৬, পৃঃ ৩৮০।

৫৩। তদেব, শ্লোক ৩১, পৃঃ ৩৮১।

৫৪। তদেব, শ্লোক ২, পৃঃ ৩৭৫।

৫৫। তদেব, শ্লোক ২৪, পৃঃ ৩৭৯।

৫৬। তদেব, পৃঃ ৩৭৬।

৫৭। তদেব, শ্লোক ৬, পৃঃ ৩৭৬।

৫৮। তদেব, শ্লোক ২৫, পৃঃ ৩৮০।

৫৯। তদেব, পৃঃ ৩৭৬।

৬০। তদেব, শ্লোক ১৮, পৃঃ ৩৭৮।

৬১। তদেব, পৃঃ ৩৭৮।